

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

"Bangladesh Bank-Authorized Dealers' Forum" এর ২৭তম সভার রেকর্ড নোটস্।

"বাংলাদেশ ব্যাংক-অনুমোদিত ডিলারস ফোরাম" এর ২৭তম সভা ১৮/০২/২০২১ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ফোরামের আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ফোরামের সদস্য ও প্রতিনিধিদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"তে দেখানো হ'ল।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে বিগত ২৬ তম সভার রেকর্ডনোটস উপস্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত হয়। অতঃপর বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলোর পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করা হয়। বিগত সভার রেকর্ডনোটসের ক্রমিক নং ২ ও ১০ এ বর্ণিত সিদ্ধান্ত (যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে) ব্যতীত অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ পরিপালিত মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়। এ পর্যায়ে ২৬তম সভা হতে ২৭তম সভা পর্যন্ত সময়কালে জারিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রদান/স্পষ্টীকরণ করা হয়। অতঃপর সভার আলোচ্যসূচী ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
১।	জিএফইটি ২০১৮, ভলিউম-১ এর অধ্যায়-১৪, অনুচ্ছেদ-২ তে উল্লেখিত নন-রেসিডেন্ট টাকা একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেনের বিষয়ে বিদ্যমান বিধিবিধানের যৌক্তিক পরিবর্তন/পরিবর্তন প্রসঙ্গে।	জিএফইটি ২০১৮, ভলিউম-১ এর অধ্যায়-১৪, অনুচ্ছেদ-২ এ নন-রেসিডেন্ট টাকা একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেনের বিষয়ে বিদ্যমান বিধিবিধানের যৌক্তিক পরিবর্তনের ব্যাপারে পুনঃআলোচনা হয়। আলোচ্য বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রস্তাব উত্থাপনকারী ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক অদ্যাবধি প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয় নাই বিধায় অত্র বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই মর্মে এএন্ডএনএফবিপি শাখা (এফইপিডি) অবহিত করেছে। সার্বিক আলোচনান্তে সভার সভাপতি এফইপিডির এএন্ডএনএফবিপি শাখাকে এই বিষয়ে ব্র্যাক ব্যাংকের লিখিত প্রস্তাবনা গ্রহণ করে চলমান কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার পুনঃপরামর্শ প্রদান করেছেন।	FEPD (এএন্ডএনএফ বিপি শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড
২।	বিদেশি বিনিয়োগকারী কোম্পানী RJSC-তে নিবন্ধিত হওয়ার পর ১৪ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করা প্রসঙ্গে।	গাইডলাইনের (খন্ড-১) এর বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী, বিদেশি বিনিয়োগকারী কোম্পানী RJSC-তে নিবন্ধিত হওয়ার পর ১৪ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এ অবহিত করার বিধান রয়েছে। বিদেশি কোম্পানিগুলোকে এই ধরনের রিপোর্ট প্রদান করতে বাধ্য না করে সরাসরি RJSC থেকে ডাটা সংগ্রহের জন্য উপস্থিত ব্র্যাক ব্যাংকের প্রতিনিধি প্রস্তাব করেছিল। নিবাসী প্রতিষ্ঠানে অনিবাসী বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য বিনিময়ের বিষয়ে Memorandum of Understanding (MoU) চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিগত ১৯/১০/২০২০ তারিখে আরজেএসসি, বিএসইসি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত MoU এর উপর BSEC ও RJSC তাদের অফিসিয়াল মতামত প্রদান করবে মর্মে উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। BSEC ও RJSC থেকে মতামত পাওয়ার পর তদ্পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ অবহিত করেছে। গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে মর্মে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করেন।	FEID, বাংলাদেশ ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
৩।	অনলাইন ব্যবস্থায় আমদানি- রপ্তানি সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল প্রসঙ্গে।	ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেমে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল বিষয়ে নানাবিধ অসংগতি উপস্থাপন করা হয়। যার মধ্যে (i) আমদানি বিল স্বীকৃতি প্রদানের সময়ে রিপোর্ট না করা, (ii) অনলাইনে দাখিলকৃত আমদানি বিষয়ক রিপোর্ট ও গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন্সের ৭ম অধ্যায়ের ৩৪(এ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দাখিলকৃত বিবরণীর মধ্যে অমিল, (iii) ব্যাক টু ব্যাক স্বর্ণপত্রের তথ্য অনলাইনে দাখিলের সময় রপ্তানি স্বর্ণপত্র/চুক্তির তথ্য না দেয়া, (iv) রপ্তানি সম্পর্কিত ইএক্সপি'র স্বপক্ষে পণ্য রপ্তানির ১৪ দিনের মধ্যে রিপোর্ট না করা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি ০৫/১০/২০২০ তারিখের এফইওডি/ আরএমএস/৮৩০/২০২০-২৮৬৮ নম্বর পত্রানুযায়ী বায়ার্স ক্রেডিট বিষয়ক রিপোর্ট দাখিল বিষয়ে এইচএসবিসি'র পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয়। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংকের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি বিষয়ক রিপোর্টিং সিস্টেমে কম রপ্তানি/অধিক রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয় সংশোধন না হওয়ার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট জটিলতা সভায় তুলে ধরা হয়। বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে সভায় আলোচিত হয়। বিষয়গুলো সমাধানযোগ্য মর্মে উপস্থিত ব্যাংকের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংকগুলোর সাথে আলোচনা করে এতদবিষয়ক জটিলতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেছেন।	FEOD, বাংলাদেশ ব্যাংক
৪।	বক্তৃতাতে স্থানীয় সরবরাহের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে।	প্রত্যক্ষ রপ্তানি সংশ্লিষ্ট আনুসংগিক দলিলাদি পাওয়ার পর বক্তৃতাতে স্থানীয় সরবরাহের বিপরীতে নগদ সহায়তা পরিশোধের আবেদনপত্র পূর্ণাংগতা লাভ করে। কিন্তু প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারকের ব্যাংক উক্ত দলিলাদি সরবরাহে অহেতুক বিলম্ব করছে মর্মে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে মর্মে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের রপ্তানি শাখার পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয়। এফই সার্কুলার নং ৯/২০০১ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বক্তৃতাতে সরবরাহকারীর নগদ সহায়তার আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণে প্রত্যক্ষ রপ্তানি সংশ্লিষ্ট এডি ব্যাংক শাখাগুলো প্রয়োজনীয় দলিলাদি সরবরাহে সচেষ্ট হওয়ার জন্য সভায় উপস্থিত এডি ব্যাংকের প্রতিনিধিদেরকে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেছেন।	সকল এডি ব্যাংক
৫।	রপ্তানি ডকুমেন্ট কালেকশনে প্রেরণ প্রসঙ্গে।	বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থায় রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণের ১৪ দিনের মধ্যে রপ্তানি ডকুমেন্ট ব্যাংকিং চ্যানেলে বিদেশস্থ প্রতিসংগি ব্যাংকে প্রেরণ করার নির্দেশনা রয়েছে। সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, চুক্তির আওতায় রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিগত ডকুমেন্ট ব্যাংকিং চ্যানেলের পরিবর্তে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান আমদানিকারকের ইলেকট্রনিক প্লাটফরমে উক্ত ডকুমেন্ট আপলোড করে থাকে। মূল্য পরিশোধ প্রাপ্তি কিংবা আমদানিকারকের স্বীকৃতির পর পরিবহন দলিল স্থানীয় পর্যায়ে ছাড়করণের নজির লক্ষ্য করা যাচ্ছে মর্মে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের রপ্তানি শাখার পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয়। আলোচ্য কার্যক্রমে ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে রপ্তানি ডকুমেন্ট রপ্তানিকারক কর্তৃক ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আমদানিকারকের নিকট প্রেরণের বিষয় বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থায় একীভূত করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সকল এডি ব্যাংকের পক্ষ থেকে লিখিত মতামত প্রদানের জন্য সভায় উপস্থিত এডি ব্যাংকের প্রতিনিধিদেরকে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল এডি ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
৬।	পণ্যের শুল্কায়ন পর্যায়ে এফওবি মূল্যের সাথে জাহাজ ভাড়া অন্তর্ভুক্ত থাকায় নির্দিষ্ট আমদানির ক্ষেত্রে ফ্রেইট এলসি এর বিপরীতে আইএমপি রিপোর্ট যথাযথ হিসেবে ম্যাচিং কার্য সম্পাদন করা প্রসঙ্গে।	গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন্সের ১০ম অধ্যায়ের ১২ নং অনুচ্ছেদে জাহাজ ভাড়া টিএম ফরমে রিপোর্ট করার নির্দেশনা রয়েছে। ভাড়া কৃত জাহাজে এফওবি ভিত্তিতে আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে আমদানিকারক কর্তৃক সরাসরি জাহাজ ভাড়া বিদেশে প্রেরণের বিষয়ে প্রচলিত ব্যবস্থা সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এফইপিডি'র ইম্পোর্ট পলিসি শাখা আইএমপি ফরমে রিপোর্টিং কার্যক্রম বিষয়ে একটি স্পষ্টিকরণ সার্কুলার পত্র জারি করবে। পাশাপাশি জাহাজ ভাড়া সহ পণ্যের মূল্য বিল অব এন্ট্রির সাথে ম্যাচিং কার্যক্রম সম্পাদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের টেকনিক্যাল সহায়তা নিয়ে এফইওডি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	FEPD (ইম্পোর্ট পলিসি শাখা), FEOD, বাংলাদেশ ব্যাংক
৭।	GFET-2018, Vol-1, Chap-7, Para-19 (i) অনুযায়ী আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে জাহাজীকরণের দলিলাদির (বিল অব লেডিং অন্তর্ভুক্ত) বিপরীতে মূল্য পরিশোধের বাধ্যবাধকতা ও ক্রুড অয়েল, এলপিজি মিস্ত্রচার এবং পেট্রোলিয়াম জাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে পরিপালনে জটিলতা প্রসঙ্গে।	গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন্সের ৭ম অধ্যায়ের ১৯ (i) নং অনুচ্ছেদে আমদানি দায় পরিশোধের জন্য প্রাপ্ত ডকুমেন্টের মধ্যে পণ্য জাহাজীকরণের স্বপক্ষে পরিবহন দলিল থাকার কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে কৌশলগত কিছু পণ্য বিশেষতঃ জ্বালানি তেল এবং সমজাতীয় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে পণ্য দেশে প্রবিশ্ট হয়ে পরিমাপন কার্যসম্পাদনের পর পরিবহন দলিল ইস্যু হয়ে থাকে। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিতিদের আলোচনা মোতাবেক আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম পস্থা অনুসরণ সহ পণ্য জাহাজীকরণ সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য ট্রাকিং পদ্ধতির মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া, ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য বিকল্প ডকুমেন্ট ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য ডিউ ডিলিজেন্স পরিপালন সাপেক্ষে বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য হতে পারে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল এডি ব্যাংক
৮।	ডিউটি ফ্রি শপের নামে পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে সীমিত ডিলারশিপ লাইসেন্স গ্রহণের আবশ্যিকতা প্রসঙ্গে।	গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন্সের ১৩ তম অধ্যায়ের ৩ নং অনুচ্ছেদে বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিউটি ফ্রি শপের নামে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খোলা এবং বৈদেশিক মুদ্রায় বিক্রয়লব্ধ অর্থ উক্ত হিসাবে জমা করার সুযোগ রয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে সীমিত ডিলারশিপ লাইসেন্সের প্রয়োজন রয়েছে কিনা সে বিষয়ে সভায় উপস্থিতিদের মতামত চাওয়া হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যাংকের প্রতিনিধিরা বলেন যে, বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবত প্রচলিত রয়েছে। পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রায় বিক্রয়লব্ধ আয় আলোচ্য হিসাবে জমাযোগ্য মর্মে গাইডলাইনে নির্দেশনাসহ নির্দিষ্ট ফরমেটে রিপোর্টিং ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে পৃথক সীমিত ডিলারশিপ লাইসেন্স এর আবশ্যিকতা নেই মর্মে সভায় উপস্থিতিদের পক্ষ থেকে মতামত দেয়া হয়। এ বিষয়ে প্রচলিত ব্যবস্থা বলবত থাকবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল এডি ব্যাংক
৯।	LCAF এর অধীনে মূল্য পরিশোধের মেয়াদ বর্ধিতকরণ প্রসঙ্গে।	গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন্সের ৭ম অধ্যায়ের ৬ (সি) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক এলসিএএফ ইস্যুর ১২ মাসের মধ্যে আমদানি দায় পরিশোধের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। মূলধনী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ আমদানি দায় পরিশোধের জন্য এ সময়সীমা ৩০ মাস। বিগত ২০২০ সাল থেকে করোনাজনিত মহামারীর প্রকোপে বিভিন্ন দেশে লকডাউন, আমদানি দায় পরিশোধে সময় বৃদ্ধি প্রভৃতি নানাবিধ কারণে অনেক আমদানি মূল্য পরিশোধের জন্য এলসিএএফ এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে এলসিএএফ এর মূল্য পরিশোধের মেয়াদ ১২ মাসের পরিবর্তে ২৪ মাস করার জন্য এইচএসবিসি এর পক্ষ থেকে সভায় প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সভাকে জানানো হয় যে, করোনা ভাইরাস জনিত প্রেক্ষাপটে নীতি সহায়তা মার্চ ৩১, ২০২১ পর্যন্ত কার্যকর রয়েছে। আলোচ্য সময়কাল পরবর্তীতে বর্ধিত করার উপলক্ষ্য তৈরী হলে এলসিএএফ এর মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। সাধারণ প্রাধিকারের অবর্তমানে আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থা তথা অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	FEPD (ইম্পোর্ট পলিসি শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক, সকল এডি ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
১০।	ইনওয়ার্ড হাট্‌করন প্রসঙ্গে। রেমিট্যান্স	উত্তরা ব্যাংকের প্রতিনিধি গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রান্সেকশনের ৫ম অধ্যায়ের ১০ অনুচ্ছেদের নির্দেশনার সূত্রে সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের অধিভুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিদেশ হতে ফান্ড আসলে কোন কোন বিষয়/ডকুমেন্টস যাচাই-বাছাই করে উক্ত ফান্ড হাট্‌করন করা যায় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন। বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়ায় তা সুনির্দিষ্টকরতঃ বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের মতামত চেয়ে উত্তরা ব্যাংক পত্র প্রেরণ করতে পারে মর্মে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
১১।	আমদানি ডকুমেন্টস ই-চ্যানেল বা ইলেক্ট্রনিক্যালি উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন প্রসঙ্গে।	সভায় উপস্থিত এইচএসবিসি'র প্রতিনিধি জানান যে, ব্লকচেইন এর মত প্ল্যাটফর্ম আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহার শুরু হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমদানি রপ্তানি প্রক্রিয়া গতিশীল করার জন্য ইলেক্ট্রনিক প্রেজেন্টেশন বা ই-চ্যানেল এর ব্যবহারের বিষয় উপস্থাপন করা হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ওপেন একাউন্টের মাধ্যমে রপ্তানির ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক প্রেজেন্টেশন এর ব্যবস্থা এফই সার্কুলার নং ২৫/২০২০ এ আরোপিত রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইউসিপি স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে, ফলে আইসিসি কর্তৃক ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে উক্ত ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন বিধিতে একীভূত হবে। ঋণপত্রের মাধ্যমে আমদানি বাণিজ্যে ব্যাংক কর্তৃক মূল টাইটেল ডকুমেন্ট (পরিবহন দলিল) এনডোসমেন্ট করার প্রয়োজন থাকে। মূল ডকুমেন্ট না পাওয়া পর্যন্ত শিপিং গ্যারান্টি প্রদানের আবশ্যিকতা থাকে। ফলে কাগজী ডকুমেন্ট পরিহারের সুযোগ নেই। অপরদিকে চুক্তিপত্রের আওতায় আমদানি কার্যক্রমে পরিবহন দলিল সরাসরি আমদানিকারকের নামে ইস্যু করা হলে এবং ব্যাংক বহির্ভূত মাধ্যমে ডকুমেন্ট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পণ্য হাট্‌করনের শর্তে পরিশোধ প্রদান বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থায় জ্ঞাপিত রয়েছে। ঋণপত্রের আওতায় আমদানির ক্ষেত্রে বিদেশস্থ প্রতিসংগী ব্যাংক কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরবরাহকারী পক্ষ কর্তৃক টাইটেল ডকুমেন্ট ঐ দেশে সারেভার করা হলে এবং ইলেক্ট্রনিক ডকুমেন্ট স্থানীয় অপরাপর কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হলে প্রস্তাবনার বিষয়ে কোন বাধা লক্ষ্যণীয় নয়। চুক্তির আওতায় রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে টাইটেল ডকুমেন্ট স্থানীয় শিপিং অফিস/এজেন্ট এর কাছে সারেভারের ব্যবস্থা অনুসরণের নজির রয়েছে। ইলেক্ট্রনিক চ্যানেল সংক্রান্ত সুরক্ষিত অবকাঠামোগত সক্ষমতা এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জগুলো আলোচ্য ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত হবে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয়।	সকল এডি ব্যাংক
১২।	IMP (আইএমপি) ফরমের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে।	এইচএসবিসি'র পক্ষ থেকে সভাকে গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনের ৭ম অধ্যায়ের ২৮(এ) অনুচ্ছেদের সূত্রে বলা হয় যে, বিদেশে আমদানি মূল্য পরিশোধের জন্য আমদানিকারক কর্তৃক সম্পাদিত আইএমপি ফরম গ্রহণ এবং সংরক্ষণের আবশ্যিকতা রয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকগুলো আমদানি দায় পরিশোধের সম্পূর্ণ তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন ইম্পোর্ট মনিটরিং সিস্টেমে প্রতিনিয়ত রিপোর্ট করে আসছে। এছাড়াও আমদানি সংক্রান্ত সকল তথ্য এবং দলিলাদি ব্যাংকের কাছে সংরক্ষিত থাকে। এমতাবস্থায়, আইএমপি ফরমের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনার জন্য এইচএসবিসি'র পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। আলোচ্য বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বৈদেশিক লেনদেনে আইনানুগ ৪টি ডকুমেন্টের মধ্যে আইএমপি ফরম একটি, যা প্রত্যাহার করার সুযোগ নেই। তাছাড়া ফরমটি প্রত্যাহার করা হলে আমদানিকারকের নিকট থেকে ঘোষণা গ্রহণের ব্যবস্থায় নানাবিধ পদ্ধতি ব্যবহারের উপলক্ষ্য তৈরী হবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	সকল এডি ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
১৩।	অনুমতি ব্যতিরেকে সেবা সংক্রান্ত ঋণপত্র খোলা প্রসঙ্গে।	সভায় উপস্থিত সাউথইস্ট ব্যাংকের প্রতিনিধি গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন্সের ৭ম অধ্যায়ের ২৭(i) অনুচ্ছেদ এবং তদপরবর্তী সার্কুলারের সূত্রে সভাকে জানান যে, এডি শাখা সর্বোচ্চ মাঃডঃ ১০,০০০ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিরেকে সেবা আমদানির বিপরীতে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করতে পারে। তবে বর্তমানে এডি শাখা সেবা সংক্রান্ত ঋণপত্র (যে কোন মূল্যের) খোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে থাকে। যেহেতু সর্বোচ্চ মাঃডঃ ১০,০০০ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিরেকে সেবা আমদানির বিপরীতে অগ্রিম অর্থ পরিশোধ করতে পারে তাই বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিরেকে মাঃডঃ ১০,০০০ পর্যন্ত সেবা সংক্রান্ত ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে এডি শাখাকে সাধারণ অনুমতি প্রদান করার জন্য প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, সাধারণ প্রাধিকার নেই কিংবা অনুমোদিত সীমা/সময় উর্ধ্ব বিষয়ক সেবা আমদানি ঋণপত্রের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনের আবশ্যিকতা রয়েছে। সাধারণ প্রাধিকার রয়েছে এমন লেনদেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি অন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন (যেমন - গাইডলাইনের ১০ম অধ্যায়ের ২৫ অনুচ্ছেদ) সাপেক্ষে লেনদেনের জন্য সেবা আমদানি সংক্রান্ত ঋণপত্র স্থাপনে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনের আবশ্যিকতা নেই।	সকল এডি ব্যাংক
১৪।	Domestic Banking Unit থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয়/ডিসকাউন্ট প্রসঙ্গে।	সভায় উপস্থিত স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন্সের ১৬তম অধ্যায়ের ৫(বি) অনুচ্ছেদে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোকে স্বীকৃত আমদানি বিল ক্রয়/ডিসকাউন্ট করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশনার ভিত্তিতে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এর পক্ষ থেকে সভাকে জানানো হয় যে, Domestic Banking Unit থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় স্বীকৃত আমদানি বিল ক্রয়/ডিসকাউন্ট করে ঋণপত্রের স্বত্বভোগীকে অর্থ প্রেরণ করতে পারবে বলে তারা মনে করে। বিষয়টি স্পষ্টিকরনের জন্য তিনি সভাকে অনুরোধ জানান। সভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে এতদবিষয়ে জারিকৃত এফই সার্কুলার নং ১৮/২০১০ এর প্রেক্ষাপট (যা গাইডলাইনের ১৬ তম অধ্যায়ের ৫(বি) -তে সন্নিবেশিত) উল্লেখ করে বলা হয় অফশোর ব্যাংকিং সার্ভিসের মতো এডি ব্যাংকগুলোও স্বীকৃত আমদানি বিল বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয়/ডিসকাউন্ট করতে পারে।	সকল এডি ব্যাংক
১৫।	দৈব কারনে জাহাজডুবির ক্ষেত্রে আমদানিকারক কর্তৃক জেনারেল এভারেজ পেমেন্ট পরিশোধ প্রসঙ্গে।	দৈব কারনে জাহাজডুবির ক্ষেত্রে জেনারেল এভারেজ পেমেন্ট আমদানিকারক পরিশোধ করতে পারবে কি-না সে বিষয়ে সভায় উপস্থিতির পক্ষ থেকে অবতারণা করা হয়। এ বিষয়ে গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন্সের ১০ম অধ্যায়ের ২২ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা কার্যকর হবে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয়। আমদানিকারক কর্তৃক এ জাতীয় ব্যয় নির্বাহের সাধারণ প্রাধিকার জ্ঞাপিত না থাকায় তাদের পক্ষে এ বাবদ রেমিটেন্স বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে অনুমোদন গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় হবে।	সকল এডি ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
১৬।	রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য প্রদর্শনের জন্য ই-কমার্স ট্রেডারদেরকে বিদেশী ডিজিটাল মার্কেট প্লেসের নিকট বাৎসরিক ফি প্রেরণ প্রসঙ্গে।	রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য প্রদর্শনের জন্য ই-কমার্স ট্রেডারদেরকে বিদেশী ডিজিটাল মার্কেট প্লেসের নিকট বাৎসরিক ফি প্রেরণের আবশ্যিকতা থাকে। এদেশীয় কোন প্রতিষ্ঠান এগ্রিগেটর হিসেবে সকল ই-কমার্স ট্রেডারদের নিকট থেকে আলোচ্য ফি সংগ্রহের মাধ্যমে তা বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ে সভায় উপস্থিতির পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়। এ বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করা হয় যে, রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান তাদের ERQ হিসাবের স্থিতি দ্বারা এ জাতীয় ফি প্রেরণ করতে পারে। ERQ হিসাবের স্থিতি না থাকলেও এফই সার্কুলার নং ৭/২০১৮ এর আওতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি প্রেরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ সকল প্রাধিকারের আওতায় প্রযোজ্য ফি এডি ব্যাংকগুলো তাদের ই-কমার্স ট্রেডার গ্রাহকের পক্ষে প্রেরণ করতে পারবে; পৃথক কোন এগ্রিগেটরের পক্ষে লেনদেনের সুযোগ নেই। সহায়তাকারী হিসেবে স্থানীয় এগ্রিগেটর কাজ করলে ই-কমার্স ট্রেডার প্রতিষ্ঠান স্থানীয় মুদ্রায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রযোজ্য সহায়তা ফি পরিশোধ করতে পারে মর্মেও তাদেরকে অবহিত করা সহ গ্রাহক প্রতিষ্ঠানদেরকে এতদমর্মে পরামর্শ প্রদানের জন্য বলা হয়।	সকল এডি ব্যাংক
১৭।	আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন প্রসঙ্গে।	আন্তর্জাতিক কার্ডধারী ব্যক্তি কার্ডের মাধ্যমে মাঃডঃ ৩০০ পরিমাণ লেনদেন সহ কতিপয় অন্যান্য লেনদেন করতে পারে। তবে বিদেশে শিক্ষা ব্যয় কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধের সুযোগ নেই মর্মে সভায় উপস্থিত ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয়। বিদেশস্থ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ গ্রহণ অপশন প্রদান করে; অনেক ক্ষেত্রে আবশ্যিক মাধ্যমও হয়ে থাকে। সাধারণ প্রাধিকারভুক্ত শিক্ষা ব্যয় সহ অন্যান্য ব্যক্তি পর্যায়ের প্রাধিকারভুক্ত ব্যয় বিকল্প পরিশোধ পন্থা হিসেবে কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করার সুযোগ প্রদানের জন্য উপস্থিতি এডি ব্যাংকের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়। আলোচ্য বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন্সের ১১তম অধ্যায়ের ১০ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকিং চ্যানেলে শিক্ষা ব্যয় পরিশোধ করার সাধারণ প্রাধিকার রয়েছে। সাধারণ প্রাধিকারভুক্ত আলোচ্যব্যয় পরিশোধ চ্যানেল হিসেবে এডি ব্যাংক-কে আন্তর্জাতিক কার্ড চ্যানেল ব্যবহারের সুযোগ দেয়া যায় কি না তা বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ (এএন্ডএনএফবিপি শাখা) কর্তৃক পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় জানানো হয়।	FEPD (এএন্ডএনএফবিপি শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক, সকল এডি ব্যাংক

পরিশেষে সভায় যোগদানপূর্বক মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(মোঃ হুমায়ুন কবির)

আহবায়ক, বিবি-এডি ফোরাম

ও

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক।